হযরত মূসা عليه السلام এর শানে ও মহত্ব

09-July-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাক পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, (বলে:) অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি এই দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াতি, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত

করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله!, تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✻ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✻ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✻ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✻ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহসিকতা সম্পন্ন রাসূল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এমনিতে তো সকল নবী ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام সাহসী ছিলেন এবং সকলই **আল্লাহ**র পথে আসা কষ্টের উপর ধৈর্য ও সাহসীকতা চমৎকারভাবে প্রদর্শন করেছেন, তবে তাঁদের পবিত্র দলে পাঁচজন রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام এমন ছিলেন, যাঁদের **আল্লাহ**র পথে ধৈর্যধারন, অন্যান্য নবী ও রাসূলের عَلَيْهِمُ السَّلَام চেয়ে বেশি ছিলো, তাই তাঁদেরকে বিশেষভাবে **"উলুল আযম রাসূল"** বলা হয় এবং যখনই **"উলুল আযম রাসূল"** বলা হয়, তখনই এই পাঁচজন রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর তাঁরা হলেন: (১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । (২) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام। (৩) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام। (৪) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام। (৫) হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام।

কোরআনে করীমে এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১তম পারা সূরা আহযাবের ৭নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿۷﴾

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে মাহবূব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছ থেকে আর নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে; এবং আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের বয়ানে আমরা এই সাহসিকতা রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্য থেকে একজন রাসূল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও মহত্ব, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরচিতি, মুজিযা ও উৎকর্ষতা এবং অন্যান্য তথ্যাবলী শ্রবণ করবো। সুতরাং সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনার অনুরোধ করছি। আসুন! সর্বপ্রথম আমরা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পিতার নাম ছিলো ইমরান। তিনি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর ছিলেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাতের চারশত (৪০০) বছর এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর চেয়ে সাতশত (৭০০) বছর পর জন্মগ্রহন করেন। তিনি একশত বিশ (১২০) বছর বয়স লাভ করেন। **(আল বাদায়া ওয়ান নেহায়া, ১/৩২৬, ৩২৯। তাফসীরে সাভী, আল আরাফ, ১০৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৬৯৬)**

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মায়ের নাম হলো ইউহান্দ এবং তিনি লাওয়া বিন ইয়াকুবের বংশধর। **আল্লাহ পাক** তাঁকে স্বপ্নে বা ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর অন্তরে এই বিষয়টি ঢেলে ইলহাম করেন যে, তুমি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দুধ পান করাও, অতঃপর যখন তুমি তাঁর ব্যাপারে ভীত হবে যে, প্রতিবেশিরা জেনে যাবে, তারা অভিযোগ করবে এবং ফিরাউন তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন বিনা ভয়ে তাঁকে মিসরের নীল নদে ফেলে দাও আর তাঁর ডুবে যাওয়া বা মারা যাওয়ার ভয় ও তাঁর বিচ্ছেদে দুঃখ করো না, নিশ্চয় আমি তাঁকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাঁকে রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে বানাবো। সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কয়েকদিন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দুধ পান করান। এই সময়ে হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام না কাঁদতেন, না তাঁর কোলে কোন নড়াচড়া করতেন আর না তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাঁর জন্ম সম্পর্কে জানতো। যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ফেরাউনের কারণে ভীত হলেন তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে একটি সিন্ধুকে রেখে (যা বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছিলো) রাতের বেলা নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। **(তাফসীর খাযিন, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪২৩। তাফসীরে মাদারিক, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৮৬১ পৃষ্ঠা। জালালাঈন, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩২৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা কি জানেন! নীল নদে ভাসতে ভাসতে সেই পবিত্র সিন্ধুক (যাতে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন, তা) কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের নিকট গেলো, **আল্লাহ পাকের** এই পবিত্র নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব রেখেছেন এবং এই মুবারক নামের অর্থ কি? আসুন! শুনি:

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম কে রেখেছেন?

হযরত ইমাম আলাউদ্দীন আলী বিন খাযিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে তাঁর (অর্থাৎ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর) নাম রাখার জন্য বলা হলো তখন তিনি বললেন: আমি এর (এই শিশুর) নাম মূসা রাখলাম। **(তাফসীরে খাযিন, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৫৮)** যেহেতু হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে পানি এবং গাছের মাঝখানে পেয়েছিলেন এবং কিবতি ভাষায় পানিকে **"মূ"** আর গাছকে **"সা"** বলা হয়। **(তাফসীরে মনসুর, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৯১)** তাই তাঁর নাম এটাই রাখা হলো। **(ফয়যানে হযরত আসিয়া, ২২ পৃষ্ঠা)**

হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে ছিলেন?

হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন। হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا যখন জাদুকরদেরকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পরাজিত হতে দেখেন তখন সাথেসাথেই তাঁর অন্তরে ঈমানের নূর চমকে উঠলো এবং তিনি ঈমান আনয়ন করলেন। যখন ফেরাউন জানতে পারলো তখন সেই অত্যাচারী তাঁর উপর বড় বড় শাস্তি দিলেন, অনেক মারার পর চারটি পেরেক গেঁথে হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর চার হাত পায়ে লোহার পেরেক ঠুকে চারটি পেরেককে এমনভাবে আটকে দিলেন যে, তিনি নড়তেও পারতেন না। তাঁকে সূর্যের তাপে নিক্ষেপ করলো এবং ভারী পাথর তাঁর বুকের উপর রাখার আদেশ দিলো। যখন পাথর আনা হলো তখন হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: **হে দয়ালু রব!** আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও! অতএব তাঁকে জান্নাতে তাঁর জন্য সাদা মুক্তো দ্বারা নির্মিত তাঁর ঘর দেখানো হলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাঁর রূহ কবজ করে নিলেন। যখন তাঁর শরীরে পাথর রাখা হলো তখন তাঁর শরীরে রূহ ছিলো না, সুতরাং কোন

ব্যথা অনুভব হলো। ইবনে কিসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাঁকে জীবিত উঠিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো, ব্যস তিনি পানাহার করছেন।

(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ১১/১৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! **আল্লাহ**র পথে কষ্ট এবং পরীক্ষা সহ্য করা এটি **আল্লাহ** ওয়ালাদের অভ্যাস ছিলো, যেমনটি এখনই আমরা শুনলাম যে, ঈমান আনয়ন করার পর **আল্লাহ পাকে**র একজন নেককার বান্দিকে তাঁর দূর্ভাগা স্বামী ফেরাউন অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছিলো, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর সাহস, তাঁর ধৈর্য, প্রেরণা এবং ঈমানী চেতনার প্রতি, কেননা এই যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট তো সহ্য করে নিলেন, প্রাণ দেয়াকেও পছন্দ করলেন কিন্তু ঈমানের দৌলত যেনো হাত ছাড়া না হয়। সুতরাং যে সকল ইসলামী বোনদেরকে তাদের পরিবার বা আত্মীয় স্বজনরা সুন্নাতের অনুসরন এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে কষ্ট দেয়, মারে, বিদ্রুপ করে বা প্রাণে মারার হুমকি দেয়, অনুরূপভাবে ঐসকল সৌভাগ্যবান যারা পূর্বে কুফরের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলো এবং **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে এখন ইসলাম গ্রহন করে নিয়েছে, যার কারণে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনরা কষ্ট দিচ্ছে তারাও হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করে **আল্লাহ**র পথে আগত পরীক্ষায় মন ছোট করার পরিবর্তে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত অটল থাকা উচিৎ। এছাড়াও **আল্লাহ পাকে**র নিকট একাগ্রতার সহিত দোয়াও করা উচিৎ। কখনো এরূপ ভাবা উচিৎ নয় যে, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি, কাউকে কষ্ট দেইনি তবে আমাকে কেন কষ্ট দেয়া হচ্ছে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অনেক মূর্খ এমন সময়ে কুফরী বাক্য পর্যন্ত বলে দেয়। একটু ভাবুন তো! হযরত আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কাকে কষ্ট দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাকে কষ্ট দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছিলো, যা শুনে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দেরও **আল্লাহ**র পথে এতই কষ্ট

দেয়া হয়েছিলো যে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। সুতরাং **আল্লাহ**র পথে আগত কষ্টকে হাসি মুখে সহ্য করে অভিযোগ করা বা কুফরী বাক্য বলার পরিবর্তে **আল্লাহ** ওয়ালাদের উপর আগত বিপদ ও পরীক্ষার ঘটনাবলী মনের মধ্যে রেখে নিজের সফর অব্যাহত রাখুন। **আল্লাহ** করীম আমাদেরকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সদকায় ইসলাম ও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়তার সহিত অটলতা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও মহত্বের কয়েকটি ঝলক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ✯ **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام খুবই শান ও শওকত সম্পন্ন নবী। ✯ কোরআনে করীমের অনেক পারা এবং পবিত্র আয়াতে খুবই শানদার ভাবে তাঁর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়েছে। ✯ তাঁর মুবারক নাম কোরআনে করীমে **১৩৬** বার উল্লেখ করা হয়েছে। ✯ তাঁকে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে একটি আসমানী কিতাব তাওরাত দান করা হয়েছে। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র সাথে অনেকবার কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাই তাঁকে কলিমুল্লাহ বলা হয়। ✯ **আল্লাহ পাক** তাঁকে তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে মুখ করালেন এবং সেখানে তাজাল্লী দান করলেন। ✯ তাঁকে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য মুজিযাও দান করেন। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথেও সাক্ষাত করেন। ✯ **আল্লাহ পাক** তাঁকে অনেক বেশি ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছিলেন। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই সাধারাণ প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام মিরাজের রাতে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইমামতিতে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ✯ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তিনি عَلَيْهِ السَّلَام একটি অনেক বড় দয়া করেছিলেন যে, মিরাজের রাতে তাঁর বদৌলতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কমে পাঁচ হয়ে গেলো। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর লাঠি পাথরে মারলে তখন তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নীল নদে নিজের লাঠি মারলে বারটি রাস্তা হয়ে গিয়েছিলো। ✯ তাঁরই বদৌলতে বনী ইসরাঈলের প্রতি আসমান

থেকে মান্না ও সালওয়া নেমে আসতো (মান্না হলো মধুর ন্যায় এক প্রকার মিষ্টান্ন এবং সালওয়া হলো ভুনা কোয়েল পাখি)। ✯ তাঁর অবাধ্যতা করার কারণে বনী ইসরাঈলের উপর যখন কোন আযাব আসতো, তখন তারা তাঁকেই সাহায্যের জন্য ডাকতো। ✯ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। ✯ **আল্লাহ পাক** তাঁকে নিখুঁত বানিয়েছেন এবং তাঁর নিখুঁত হওয়ার সাক্ষ্য একটি পাথর দ্বারা দিয়েছেন।

চলমান পাথর

"আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন" কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এটি ছিলো এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া একটি পাথর, যা সর্বদা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর থলেতে থাকতো। এই মুবারক পাথর দ্বারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দু'টি মুজিযা প্রকাশ হয়েছিলো। যা আলোচনা কোরআনে মজীদেও করা হয়েছে। এই পাথরের প্রথম আশ্চার্য ক্ষমতা যা আসলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযাই ছিলো, তা হলো ঐ পাথরের কৌশলী দীর্ঘ দৌড় এবং এই মুজিযাই এই পাথরটি পাওয়ার ইতিহাস।

আল্লাহ পাক এই ঘটনাটির উল্লেখ কোরআনে মজীদে এভাবে করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿۶۹﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর **আল্লাহ** তাঁকে নিখুঁত প্রমাণিত করেছেন, ঐ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে এবং মূসা **আল্লাহ**র নিকট মর্যাদাবান।

দ্বিতীয় মুজিযা **"ময়দানে তাইয়া"**য় এই পাথরেই হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তখন এ থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো, যার পানি চল্লিশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলরা ময়দানে তাইয়ায় ব্যবহার করেছিলো।

১ম পারা সূরা বাকারার ৬০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি বললাম; এই পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।

কোরআনে মজীদের আয়াতে **"পাথর"** দ্বারা এই পাথরই উদ্দেশ্য।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আরো অনেক মুজিযা দান করেছেন। যার আলোচনা কোরআনে করীমেও বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! প্রথমে আমরা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি মুবারক সম্পর্কীত তাঁর তিনটি মুজিযার ব্যাপারে শ্রবণ করি।

(১) লাঠি অজগর হয়ে গেলো

ফেরাউন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ঘায়েল করার জন্য একটি মেলার আয়োজন করলো। সেই মেলায় যেমনিভাবে লাখো মানুষের সমাগম ছিলো, তেমনি অপরদিকে যাদুকরদের ভীড় আর তারা তাদের যাদুর মালামাল নিয়ে জড়ো হয়ে গেলো। যাদুকররা ফেরাউনের সম্মানের শপথ করে নিজেদের যাদুর লাঠি এবং রশিগুলো নিক্ষেপ করলো তখন হঠাৎ সেই লাঠি এবং রশিগুলো সাপ হয়ে পুরো মাঠের চারিদিকে ফনা তুলে তুলে দৌড়াতে লাগলো এবং পুরো সমাগম ভয় ও আতঙ্কে অসহায় হয়ে এদিক সেদিক পালাতে লাগলো আর ফেরাউন ও তার সকল যাদুকররা এই কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজেদের বিজয়ের গর্ব ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে গেলো এবং তালি বাজিয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করছিলো, এমতাবস্থায় হঠাৎ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশে নিজের পবিত্র লাঠিকে সেই সাপের ভীড়ে নিক্ষেপ করলেন তখন এই লাঠি একটি অনেক বড় এবং খুবই ভয়ঙ্কর অজগরে রূপান্তর হয়ে যাদুকরদের সকল সাপকে গিলে নিলো। এই মুজিযা দেখে সকল যাদুকর তাদের ভন্ডামি স্বীকার করে সিজদায় অবনত হলো এবং উচ্চ আওয়াজে ঘোষনা করা শুরু করলো:

اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى
(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৩ পৃষ্ঠা)

(২) লাঠির আঘাতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো

অনুরূপভাবে যখন বনী ইসরাঈলরা ময়দানে তাইয়ায় পিপাসায় অতিষ্ট হয়ে ছটফট করতে লাগলো, তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পিপাসার অভিযোগ করলো, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام পাথরের উপর নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন তখন ঐ পাথর থেকে ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো এবং বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র এক একটি ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে নিজেরাও পান করতে লাগলো এবং তাদের পশুদেরও পান করাতে লাগলো আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। এটা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযা ছিলো, যা লাঠি এবং পাথরের মাধ্যমে প্রকাশ পেলো।

(৩) লাঠির আঘাতে নদী প্রকাশিত হলো

যখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা করলেন তখন পথে নদী এসে গেলো। **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন: তুমি তোমার লাঠি দিয়ে নদীর উপর আঘাত করো। সুতরাং যখনই তিনি নদীর উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তখন সাথেসাথেই নদীতে ১২টি রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো এবং বনী ইসরাঈলরা সেই রাস্তা দিয়ে নিরাপত্তার সহিত নদী পার হয়ে গেলো। ফেরআউন যখন নদীর নিকট পৌঁছলো এবং নদীতে রাস্তা দেখলো তখন সেও আপন বাহিনী নিয়ে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করলো। কিন্তু যখন ফেরআউন এবং তার বাহিনী নদীর মাঝখানে পৌঁছলো তখন হঠাৎ নদীতে ঢেউ শুরু হয়ে গেলো এবং সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো আর ফেরআউন তার বাহিনীসহ নদীতে ডুবে গেলো।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত মুবারকও একটি মুজিযা ছিলো। আসুন! এসম্পর্কেও শ্রবণ করি।

আলোকিত হাত

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বাহিরে বের করে নিতেন, তখন হঠাৎ করে তাঁর হাত আলোকিত হয়ে ঝলমল করতো, অতঃপর যখন

তিনি তাঁর হাত জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিতেন তখন তা তার আসল রূপে ফিরে আসতো। এই মুজিযাটি কোরআনে আযীমে বিভিন্ন সূরায় বারবার উল্লেখ করেছেন।

১৬তম পারা সূরা ত্ব'হার ২২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿۲۲﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন হাত আপন বাহুর সাথে মিলিয়ে নাও, তা অতি শুভ্র হয়ে বের হবে, কোন রোগের কারণে নয়; অপর একটা নিদর্শনরূপে।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত মুবারক থেকে রাতে চাঁদ এবং দিনে সূর্যের আলোর ন্যায় নূর প্রকাশ পেতো। (তাফসীরে মাদারিক, ত্বহা, ২২নং আয়াতের পাদটিকা, ৬৮৯ পৃষ্ঠা। তাফসীরে খাযিন, ত্বহা, ২২নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/২৫২) যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আবারো তাঁর হাত মুবারক বগলের নিচে রেখে বাহুর সাথে মিলাতেন তখন তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতো। (সীরাতুল জিনান, ৬/১৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়: (১) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি খুবই দয়ালূ ছিলেন। (২) তাঁকে **আল্লাহ**র পথে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। (৩) উত্তমদের সহচর্যে অনেক বরকত প্রকাশিত হয়, যেমনটি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতে বনী ইসরাঈলরা নেয়ামত পেয়েছিলো এবং অনেক বিপদও দূর হয়েছিলো। (৪) **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে তাঁর বান্দাও বিপদে সাহায্য এবং চাহিদা পূরণ করেন, অতএব আমরা শুনলাম, বনী ইসরাঈলের উপর যখন কোন বিপদ আসতো, তারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কেই ফরিয়াদ করতেন এবং তিনি তাঁদের চাহিদা পূরণ করতেন। (৫) যে দূর্ভাগা মানুষ **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাঁদের শানে বেআদবী করে তবে অপমান ও অপদস্ততা চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে নেয় আর তারা **আল্লাহ পাকে**র কহর ও গযবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর নেক বান্দাদেরকে মন প্রাণ দিয়ে আদব ও সম্মান করার এবং

তাঁদের দয়াময় আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষ এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে জানে যে, তাকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মে ফল ভোগ করতে হবে, কিন্তু আফসোস! এরপরও অনেক লোক **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও **আল্লাহ**র আযাবকে ভূলে গিয়ে অসংখ্য দুনিয়াবী নেয়ামত পাওয়ার পরও দিনরাত গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। যার ফলে সমাজে আশ্চার্যজনক, ভয়ঙ্কর রোগ এবং আপদে পূর্ণ হচ্ছে। এরূপ লোকদের পূর্ববর্তি উম্মতের উপর আসা আযাব থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ। বনী ইসরাঈলের অবাধ্য লোকেরাও ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতো, যাদেরকে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলো, কিন্তু আফসোস! এরপরও তারা **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর রাসূল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অবাধ্যতা করেছে, দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকতো, যার ফলে তাদের উপর বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসতো। আসুন! তাদের উপর আগত আযাব সম্পর্কে শ্রবন করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

ফেরাউনিদের উপর আগত আযাব সমূহ

যখন জাদুকররা ঈমান আনয়নের পরও ফেরাউনিরা নিজেদের কুফর ও অবাধ্যতায় অটল রইলো, তখন তাদের উপর **আল্লাহ পাকে**র নিদর্শন একে একে আসতে থাকে, কেননা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া ছিলো যে, **হে দয়ালূ রব!** ফেরাউন পৃথিবীতে অনেক অবাধ্যতা করছে এবং তার সম্প্রদায়ও ওয়াদা খেলাফী করছে, সুতরাং তাদেরকে এমন আযাবে লিপ্ত করে দাও, যা তাদের জন্য শাস্তি, আমার সম্প্রদায় ও এর পরবর্তীতে আগতদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়! সুতরাং **আল্লাহ পাক** তুফান পাঠালেন, হলো কি, মেঘ আসলো, অন্ধকার হয়ে গেলো এবং প্রবল বৃষ্টি হতে লাগলো। কিতবীদের ঘরে পানি জমে গেলো, এমনকি তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, পানি তাদের ঘাঁড় পর্যন্ত এসে গেলো আর তাদের মধ্যে

যারা বসলো তারা ডুবে গেলো। তারা না নড়তে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো। শনিবার থেকে শুরু করে পরবর্তি শনিবার পর্যন্ত সাতদিন এই বিপদে লিপ্ত ছিলো। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘর তাদের ঘরের সাথে একত্রে ছিলো কিন্তু তাদের ঘরে পানি এলো না।

যখন তারা অপারগ হয়ে গেলো তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলো: আমাদের জন্য দোয়া করুন, যেনো এই বিপদ দূর হয়ে যায়, তখন আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দিবো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলে তুফানের বিপদ কেটে গেলো, পৃথিবীতে সেই সতেজতা এলো যা পূর্বে কখনো ছিলো না। ক্ষেত খামারে ব্যাপক ফলন হলো এবং গাছ গাছালি বেড়ে উঠলো। এটা দেখে ফেরাউনিরা বলতে লাগলো: এই পানি তো নেয়ামত ছিলো এবং ঈমান আনলোনা। এক মাস তো নিরাপদে ছিলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** পঙ্গপাল পাঠালেন, যারা ক্ষেত খামার, ফল, গাছের পাতা, বাড়ির দরজা, ছাদ, খাট, মালামাল এমনকি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো, এমনকি কীবতিদের ঘর ভরে গেলো কিন্তু বনী ইসরাঈলের ঘরে গেলো না।

এবার কীবতিরা অতিষ্ট হয়ে আবারো হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দোয়ার আবেদন করলো এবং ঈমান আনয়নের ওয়াদা করলো। সাতদিন অর্থাৎ শনিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পঙ্গপালের আপদে লিপ্ত ছিলো, অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়ায় মুক্তি পেলো। ক্ষেত খামার এবং ফলমুল যা অবশিষ্ট ছিলো তা দেখে বলতে লাগলো: এগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করবো না, অতএব ঈমান আনয়ন করলো না, ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো।

একমাস নিরাপদে অতিবাহিত হলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** কুম্মাল পাঠালেন, এতে মুফাসসীরদের كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام মাঝে মতানৈক্য রয়েছে: কেউ কেউ বলেন: কুম্মাল হলো ঘুন পোকা, কেউ কেউ বলেন: কুম্মাল হলো উকুন, অনেকে বলেন: এক প্রকার ছোট কীট। সেই কীটেরা যে ক্ষেত খামার এবং ফলমুল অবশিষ্ট ছিলো তা খেয়ে ফেললো। এই কীট কাপড়ে ঢুকে যেতো, চামড়ায় কামড়াতো এবং

খাবারে ভরে যেতো। যদি কেউ ১০ বস্তা গম পেষণ করতে নিয়ে যেতো তবে ৩ সের আনতে পারতো অবশিষ্ট সব পোকায় খেয়ে নিতো। এই কীট ফেরাউনিদের চুল, ভ্রু, পলক খেয়ে ফেললো, তাদের শরীরে গুটি বসন্তের ন্যায় ভরে যেতো, এমনকি সেই কীটগুলো তাদের ঘুমানো কঠিন করে দিয়েছিলো। এই বিপদে ফেরাউনিরা অতিষ্ট হয়ে গেলো এবং তারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলো: আমরা তাওবা করছি, আপনি এই বিপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করুন। অতএব সাতদিন পর এই বিপদও হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়ায় দূর হলো, কিন্তু ফেরাউনিরা আবারো ওয়াদা খেলাফী করলো এবং পুর্বের চেয়ে আরো বেশি মন্দ কাজ করা শুরু করে দিলো।

একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়ার ফলে **আল্লাহ পাক** ব্যাঙ পাঠালেন। অবস্থা এমন হলো, মানুষ বসলে তখন তাদের বৈঠকে ব্যাঙ ভরে যেতো। কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখে ঢুকে যেতো। পাতিলে ব্যাঙ, খাবারে ব্যাঙ, চুলায় ব্যাঙ ভরে যেতো তখন আগুন নিভে যেতো। ঘুমানোর সময়ও ব্যাঙ গায়ের উপর উঠে যেতো।

এই বিপদে ফেরাউনিরা কেঁদে দিলো এবং হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট আরয করলেন: এবার আমরা পাক্কা তাওবা করছি। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাদের থেকে ওয়াদা গ্রহন করে দোয়া করলেন, তখন সাতদিন পর এই বিপদও দূর হয়ে গেলো এবং একমাস নিরাপদে অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু আবারো তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের কুফরের দিকে ফিরে গেলো। অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলেন, তখন কুপ, নদী, ঝর্ণা এবং নীল নদীর পানি মোটকথা সকল পানিই তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো। তারা ফেরাউনকে এর অভিযোগ করলো, তখন সে বলতে লাগলো: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) জাদু করে তোমার নযরবন্দি করে দিয়েছে। তারা বললো: তুমি কোন নযরবন্দির কথা বলছো? আমার পাত্রে রক্ত ছাড়া পানির কোন নাম গন্ধও নেই। একথা শুনে ফেরাউন আদেশ দিলো: "কিবতীরা বনী ইসরাঈলের সাথে একই পাত্রে পানি পান করে নিবে।"

কিন্তু হলো কি, যখন বনী ইসরাঈলরা ঢালতো তখন পানিই বের হতো, কিবতীরা ঢাললে তখন সেই পাত্র থেকে রক্তই বের হতো, এমনকি ফেরাউনি মহিলারা পিপাসায় কাতর হয়ে বনী ইসরাঈলি মহিলাদের নিকট আসতো এবং তাদের থেকে পানি চাইতো, তখন সেই পানি তাদের পাত্রে আসতেই রক্ত হয়ে যেতো। এটা দেখে ফেরাউনি মহিলারা বলতে লাগলো: তুমি পানি তোমার মুখে নিয়ে আমার মুখে কুলি করে দাও। কিন্তু যতক্ষণ সেই পানি বনী ইসরাঈলি মহিলাদের মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই ছিলো, যখনই ফেরাউনি মহিলার মুখে যেতো তখনই রক্ত হয়ে যেতো। ফেরাউন স্বয়ং পিপাসায় অতিষ্ট হয়ে গেলো তখন সে সতেজ গাছের নির্ঝাষ চুষে নিতো, সেই নির্ঝাষ মুখে আসতেই রক্ত হয়ে যেতো। সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ছাড়া কোন কিছু পান করার ছিলো না, অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট দোয়ার আবেদন করলো এবং ঈমান আনয়ন করার ওয়াদা করলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام দেয়া করলেন, এই বিপদও দূর হয়ে গেলো কিন্তু তারা তবুও ঈমান আনয়ন করলো না। **(তাফসীরে বাগভী, আল আরাফ, ১৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৫৯-১৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাজ সজ্জার সুন্নাত ও আদব

আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** এর ৭৮নং পৃষ্ঠা থেকে সাজ সজ্জার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ✯ মানুষের চুল দিয়ে বানানো খোপা মহিলারা নিজের চুলে ব্যবহার করা, এটা হারাম। পবিত্র হাদীস শরীফ এ বিষয়ে লানত (অভিশাপ) করা হয়েছে, "বরঞ্চ তার উপরও লানত, যে অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুল দ্বারা বানানো খোঁপা পরিয়ে দেয়।" **(দুররুল মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫)** ✯ যদিও'বা ঐ চুল, যার দ্বারা খোঁপা তৈরী করা হয়েছে তা ব্যবহারকারিনীর নিজের চুলও হয় তবুও নাজায়েজ। **(দুররুল মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫)** ✯ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়েজ। **(রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৯৯)** ✯ যেরূপ পুরুষদের জন্য মহিলাদের নকল করা জায়েজ নাই তেমনিভাবে মহিলাদেরও পুরুষদের নকল করা যাবে না। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সকল নারীসূলভ পুরুষদের উপর লানত করেছেন যারা মহিলাদের আকৃতি নকল

করেছে এবং ঐ সকল পুরুষসুলভ মহিলাদের উপর লানত করেছেন যারা পুরুষদের আকৃতি নকল করেছে।" (মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৫৪০, হাদীস নং- ২২৬৩) ✯ মহিলারা নিজের স্বামীর জন্য বৈধ জিনিস দিয়ে শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সাজ-স্বজ্জা করবে, কিন্তু ম্যাকআপ করে সেজে-গুজে ঘরের বাহিরে যাবেন না। কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মহিলাতো মহিলাই (অর্থাৎ লুকানোর বস্তু), যখন কোন মহিলা বাহিরে বের হয় তখন শয়তান তাকে উকি মেরে দেখতে থাকে।" (তিরমিযী, ১৮তম অধ্যায়, ২/৩৯২, হাদীস নং- ১০৭৬)